Does Berkeley discard the existence of material substance?

বার্কলে কি জড় দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন?

আমরা কি জানি→ লক- প্রত্যক্ষ ভাবে মনের ধারণা, পরোক্ষ ভাবে জ্ঞানের বিষয় বা বস্তু।

মনের বাইরে জগত আছে।

কিন্তু বার্কলে → সংবেদন প্রথম ও শেষ কথা।

বাইরের জগত কেবলমাত্র গুণের সমাহার (cluster of qualities)

গুনগুলির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই।

কোন জিনিসের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ-নির্ভর। ব্যক্তিমন বা ইশ্বর-মন কে বাদ দিয়ে বহির্জগতের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই।

বার্কলের যুক্তি-

১) গুণের আশ্রয় হিসাবে বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। কিন্তু বস্তু যে গুণের আশ্রয়, তা প্রত্যক্ষযোগ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

২) তথাকথিত গুনগুলির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এগুলো মনের সৃষ্টি এবং এদের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। যদি গুন-ই না থাকে, তার আশ্রয় কল্পনা করা অবাস্তব।

৩) লক প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদী→ জ্ঞানের জন্যে সংবেদন, সংবেদনের জন্যে জড়জগতের অস্তিত্ব মানতে হবে।

কিন্তু বার্কলে → সংবেদনের জন্যে জড়জগতের প্রয়োজন নেই। যেমন স্বপ্ন

ঈশ্বর আমাদের মনে সংবেদন বা অনুভূতি সৃষ্টি করেন। এর জন্যে জড়জগতের অস্তিত্ব প্রয়োজন হয় না।

৪) সংবেদন ছাড়া কোন বস্তুর প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয় না। অতএব প্রত্যক্ষণ এবং বস্তু অভিন্ন। তাই বস্তুর পৃথক অস্তিত্বের কল্পনা অবাস্তব।

The object and the sensation are the same thing and cannot therefore be abstracted from each other—Berkeley

৫) লক মনে করেন ধারণাগুলি বহির্জগতের প্রতিভু।

বার্কলে -ধারণা যদি বস্তুর মত হয়, তাহলে বস্তু অবশ্যই ধারণা হবে। কিন্তু 'ধারণা' ধারণা ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না। ধারণা এবং বস্তুর মধ্যে যদি মিল থাকে, তাহলে ধারণা এবং বস্তু অভিন্ন হবে এবং বস্তু ধারণা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৬) বার্কলে- ঈশ্বর আমাদের মনে প্রাকৃতিক নিয়মে ধারণা সৃষ্টি করেন। ধারণার জন্যে বস্তুগত কারণের কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু ঈশ্বর যদি ধারণা সৃষ্টি করেন তাহলে আসল জিনিস এবং কাল্পনিক জিনিসের মধ্যে পার্থক্য?

বার্কলে- সংবেদন → ধারাবাহিক (regular), সতেজতর (livelier) এবং স্বাধীন (independent of finite minds);

কল্পনা- দুর্বল (weak), অ-ধারাবাহিক (irregular) ও ব্যক্তি মন-নির্ভর (dependent on finite minds)

বার্কলের মতের সমালোচনাঃ

১) বার্কলে মনে করেন নীল রং এবং নীল রঙের সংবেদনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ নীল রং এবং নীল রঙের সংবেদনকে পৃথকীকরণ করা যায় না।

---কিন্তু পৃথকীকরণ করা যায় না বলে রং এবং তার সংবেদনকে এক বা অভিন্ন বলা যায় না। বিভিন্ন রকম সংবেদনের জন্যে বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।

২) বার্কলে মনে করেন আমরা যা প্রত্যক্ষ করি তা সংবেদন বা ধারণা।

---কিন্তু এই অনুমান কেবল একটি গৃহীত সত্য (assumption)। বার্কলে প্রমাণ করেন নি।

নব্য বস্তুবাদীগন (neo-realists) মনে করেন, আমরা সরাসরি বস্তু প্রত্যক্ষ করি।

৩) স্টাউট – বার্কলে প্রত্যক্ষন প্রক্রিয়া, প্রত্যক্ষকারীর মনে প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যক্ষিত বস্তুর- এগুলির মধ্যে পার্থক্য করেননি।

Stout- He does not distinguish between the actual process of perception, the particular perceptual experience in the individual and the thing or the object perceived.

==========

"কোন বস্তু আছে- একথা বলার অর্থই হল যে তাকে কেউ না কেউ প্রত্যক্ষ করছে"

The being of a thing consists in being perceived [Esse est percipi]

বার্কলে- জড়জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসই → নিরীশ্বরতা, সন্দেহবাদ এবং সকল প্রকার অধর্মের মূল।

-ধারণাগুলি জ্ঞানের বিষয়, এদের অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী

-মন জ্ঞাতা, স্থায়ী ও সক্রিয়

--আমাদের চিন্তা বা কল্পনা দ্বারা গঠিত ভাবনাগুলি মন হতে পৃথক ভাবে থাকতে পারে না।

--এগুলো কেবল মনের জ্ঞানের বিষয় হয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি -ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাদের মনে যেসব ধারণা মুদ্রিত হয়, তাদের মন বা অনুভব-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। ← ভ্রান্ত

→ "কোন বস্তু আছে" এবং "এটা অনুভুত হচ্ছে" সমার্থক।

'কোন একটা বস্তু আছে' মানে 'কোন না কোন ব্যক্তি এটিকে প্রত্যক্ষ করছে'।

আমরা রং, শব্দ প্রভৃতির চিন্তাকে চাক্ষুষ, শ্রবন প্রভৃতি সংবেদন থেকে পৃথক করতে পারি না।

অতএব, রং, গন্ধ, শব্দ কোন না কোন মন যেটায় সংবেদন উৎপন্ন হয়, সেই মনের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে থাকতে পারে না।

এদের ক্ষেত্রে 'অস্তিত্ব আছে' এবং 'অনুভুত হচ্ছে' সমার্থক।

আমাদের পক্ষে সংবেদন অথবা প্রত্যক্ষানুভব থেকে আলাদা ভাবে কোন অনুভবযোগ্য বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

বার্কলে- এটা মনে করা হয় যে রং, স্বাদ, গন্ধ, আকৃতি, গতি ইত্যাদি যে অচেতন বস্তুতে থাকে, সেই বস্তু কোন মনের সাথে সম্বন্ধ না রেখেও থাকতে পারে। এটা স্ববিরোধী।

যে অচেতন বস্তুর কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা নেই, তাতে এইসব গুন (যেগুলি কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণা) থাকতে পারে না।

----কেউ বলতে পারে-

ধারণাগুলি কোন মন থেকে বিযুক্ত হয়ে থাকতে না পারলেও তাদের অনুরূপ কতগুলি বস্তু স্বতন্ত্র ভাবে থাকতে পারে। এবং ঐ ধারণাগুলি সেইসব স্বতন্ত্র বস্তুর প্রতিকৃতি মাত্র।

কিন্তু বার্কলে→ কোন ধারণার পক্ষে অপর এক ধারণা ভিন্ন অন্য কোন কিছুর অনুরূপ হওয়া অসম্ভব।

তাহলে সেই 'স্বতন্ত্র' বস্তু যদি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয়, তাহলে সেটি কেবল ধারণা,

আর যদি না হয়, তাহলে ধারণা হতে মুলত ভিন্ন প্রকৃতির (সুতরাং, ধারণাগুলির এর প্রতিকৃতি হতে পারে না)।

---কেউ কেউ বলেন যে- যার কোন বিশেষ প্রত্যক্ষ্যযোগ্য গুন নেই, এবং সেই কারণে সে কোন বিশেষ বস্তু নয়, -এরাও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হতে পারে। জড়দ্রব্য এরকম একটা কিছু।

বার্কলে-এই বিশ্বাসের পিছনে -বিমুর্ত সাধারণ ধারণা।

--'জড়দ্রব্য' শব্দটি যাতে প্রত্যক্ষযোগ্য কোন গুনই নেই এমন কোন বস্তুকে নির্দেশ করতে পারে না।

Esse est percipi- 'কোন বস্তু আছে'—এটা বলার অর্থ- 'কেউ না কেউ একে প্রত্যক্ষ করছে'।

আমরা যা প্রত্যক্ষ করি, তা হল ধারণা। এই ধারণা সৃষ্টির মুলে- ঈশ্বর।

এই প্রত্যক্ষ হতে পারে ব্যক্তি মনের বা ঈশ্বর মনের।

"যা অবস্থান করে তা একমাত্র মন এবং তার ধারণা"

Esse est percipi- 'কোন বস্তু আছে'—এটা বলার অর্থ- 'কেউ না কেউ একে প্রত্যক্ষ করছে'।

সমালোচনাঃ

১) Berkeley's argument:

A thing is an 'idea', that is, a group of sensations

So, sensations cannot exist apart from a mind perceiving it.

So, a thing cannot exist apart from a mind perceiving it.

So, the existence of a thing consists in its being perceived or known- Esse est Percipi

বস্তুমাত্রই একটি ধারণা অর্থাৎ কতগুলি সংবেদনের সমষ্টি।

প্রত্যক্ষকারী মন ব্যতীত সংবেদন থাকতে পারে না।

অতএব, প্রত্যক্ষকারী মন ব্যতীত কোন বস্তু থাকতে পারে না।

অতএব, 'কোন বস্তু আছে' এই উক্তির অর্থ হচ্ছে, কেউ না কেউ একে প্রত্যক্ষ করছে।

মুর (Moore) বলেন - 'সংবেদন' ('Sensation') শব্দটির দুটি অর্থঃ

একটি অর্থ 'প্রত্যক্ষ ক্রিয়া' (The act of sensing)

অপরটি 'প্রত্যক্ষের বিষয় (That which is sensed- the object of sensing)

২) বার্কলের সমর্থকরা বলতে পারেন যে বার্কলে আসলে এই যুক্তির উপর নির্ভর করেছেন—

"কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন জড়বস্তুর অস্তিত্ব চিন্তা বা কল্পনা করা অসম্ভব।

গুনবিশিষ্ট কোন বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করলেই সেই বস্তুটি কারও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে।

সুতরাং, কোন জড়বস্তুর অস্তিত্ব এবং সেই বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান আমাদের চিন্তা বা কল্পনায় অবিচ্ছেদ্য। সেজন্যেই এরূপ কোন বস্তু মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারে না।

কিন্তু এই যে উপলব্ধি (intuition), সেটা সকলের নাও থাকতে পারে।

বস্তুবাদীরা এরূপ উপলব্ধি থাকার কথা অস্বীকার করেছেন।

৩) ইংরেজি Sensation শব্দটির যেমন দুটি অর্থ আছে, object শব্দটির ও দুটি অর্থ;

object এর অর্থ object of knowledge হতে পারে,

আবার physical object ও হতে পারে।

বার্কলের যুক্তি টি এভাবেও লেখা যায়-

কোন বস্তু (object) -ই জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে থাকতে পারে না।

জগতে যা কিছু আছে সবই বস্তু (object)।

অতএব, জগতে যা কিছু আছে তা জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে থাকতে পারে না

অতএব, জগতে যত বস্তু আছে সবই জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

এক্ষেত্রে object শব্দটিকে কেবলমাত্র প্রথম অর্থে নিলে তবেই প্রথম হেতুবাক্য টিকে স্বতসিদ্ধ সত্য বলা যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটিতে ও যদি ঐ একই অর্থে প্রয়োগ করা হয় তাহলে এই বাক্যটি কে সত্য বলা যাবে না।

Object শব্দটি দ্বিতীয় অর্থে নিলে চক্রক দোষ (Petitio Principi) ঘটবে।